# মহিলা সাহাবীদের আলোকিত জীবন


মূল (আরবী)

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

অনুবাদ

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

ড. মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন

সম্পাদনা

মাওলানা মুজাম্মিল হক

ড. আবদুল জলীল



সবুজপত্র

# প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা (মৃত্যু- ১৯৮৬ খ্রি) ইসলামি শিল্পতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা এবং জীবনী সাহিত্য রচনায় বিশ্বব্যাপি সুপরিচিত ও সমাদৃত একজন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার। তিনি সাহাবী ও তাবেয়ীদের যে জীবনী রচনা করেছেন, তা সাধারণ নিয়মে রচিত কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। এতে ইসলামের স্বর্ণযুগের বিশিষ্ট কয়েকজন অনুসরণীয় ব্যক্তিদের ঈমানের ওপর ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা, কর্মে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের মহব্বতের পরম পরাকাষ্ঠা, আনুগত্যের অনুপম নিদর্শন, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সুমহান আদর্শসহ জীবনের এমনসব চমকপ্রদ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, যা একজন পাঠকের ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত করবে।

আমরা তাঁর অমর কীর্তি صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابِيَّاتْ গ্রন্থে যে আটজন সম্মানিত মহিলা সাহাবীদের জীবনী লিখেছেন, বক্ষমান গ্রন্থে তা পরিবেশন করা হলো। দু'জন সম্মানিত ইসলামিক স্কলার এর সার্থক অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন।

উল্লেখ্য, ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা রচিত صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ (সাহাবীদের আলোকিত জীবন) নামক গ্রন্থখানি 'সবুজপত্র' থেকে তিন খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে, যেখানে অত্র গ্রন্থের আটজন মহিলা সাহাবীদের জীবনীও যুক্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর তাওফীকের উপর ভরসা করে তাঁর রচিত صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ التَّابِعِيْن। (তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন) গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।

পরিশেষে, আশা করি, গ্রন্থখানি আমাদের সম্মানিত মহিলা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে এবং তারা এর থেকে উপকারী জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, ইনশাল্লাহ! মহান আল্লাহ আমাদের কাজে ইখলাস ও বারাকাহ দান করুন। এ কাজগুলো আখিরাতে মুসীবতের সময় নাজাতের উসিলা হিসেবে গণ্য করুন। আমীন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
helalrk@gmail.com

## সম্মানিত লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ صَحَابَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقَ الْحُبِّ وَأَعْمَقَهُ فَهَبْنِيْ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ لِاَيِّ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ مَا أَحْبَبْتُهُمْ اِلَّا فِيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"হে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ! আমি তোমার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অকৃত্রিমভাবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসি। তুমি ভালো করেই জানো, তাঁদের প্রতি আমার এ ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমারই নিমিত্তে। তাই কিয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমাকে তাঁদের যেকোনো একজনের সাথে হাশর নসীব করো।"

-ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

## সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| হালিমা সা'দিয়্যাহ | ১৩ |
| সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব | ১৯ |
| ফাতিমাতুয যাহরা | ২৫ |
| আসমা বিনতে আবূ বকর | ৩১ |
| নাসিবাতুল মাযিনিয়্যাহ | ৪১ |
| রামলাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান | ৪৭ |
| গুমাইছা বিনতে মিলহান | ৫৫ |
| উম্মু সালামা | ৬১ |


***

*মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম কর্তৃক অনূদিত ও মাওলানা মুজাম্মিল হক সম্পাদিত জীবনী-*

*সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, আসমা বিনতে আবূ বকর, রামলাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান ও উম্মু সালামা।*

*ড. মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত ও ড. আবদুল জলীল সম্পাদিত জীবনী-*

*হালিমা সা'দিয়্যাহ, ফাতিমাতুয যাহরা, নাসিবাতুল মাযিনিয়্যাহ ও গুমাইছা বিনতে মিলহান।*

***

# হালিমাতুস সা'দিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমাতা

শান্ত-গম্ভীর এই মহীয়সী নারী প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের কাছে অতিপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কারণ, তাঁর পবিত্র স্তন থেকেই দুধ পান করেন বিশ্বজগতের কল্যাণময় শিশু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁরই স্নেহপূর্ণ বক্ষে ঘুমিয়ে মমতাভরা কোলে ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠেছিলেন শিশু মুহাম্মদ। তাঁর এবং তাঁর গোত্র বনূ সা'দের বিশুদ্ধ ভাষা ও বাগ্মিতার স্বচ্ছ ধারা পান করে তিনি হয়ে ওঠেন বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার অধিকারীদের একজন। তিনি সেই মহীয়সী নারী হালিমা সা'দিয়া। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের দুধমাতা।

***

সেই কল্যাণময় শিশুটিকে হালিমা সা'দিয়ার দুধ পান করানোর নেপথ্যে রয়েছে এক চমকপ্রদ কাহিনী। যে শিশুটি বিশ্বজগৎকে পূর্ণ করেছিলেন ন্যায়-সততা ও অনুগ্রহ-অনুকম্পায়, ভরে দিয়েছিলেন কল্যাণ ও হিদায়াতের আলোতে; বরং পৃথিবীকে নবসাজে সজ্জিত করেছিলেন উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার সাজ।

সেই চমৎকার ঘটনাটি আকর্ষণীয় ভাষা ও চিত্তাকর্ষক শৈলীতে হালিমা সা'দিয়া নিজেই ব্যক্ত করেছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হিসেবে বিবেচিত।

***

হালিমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি ও আমার স্বামী আমাদের শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশুর অনুসন্ধানে বের হই। সঙ্গে ছিল স্বগোত্র 'বনূ সা'দের' আরও কয়েকজন নারী। আমার মতো একই উদ্দেশ্যে তারাও মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। সময়টা ছিল তখন খরাকবলিত

এক দুর্ভিক্ষের বছর। অনাবৃষ্টি ও অনুর্বরতায় সব ফসল-শস্যাদি শুকিয়ে গিয়েছিল। গবাদি পশুর ওলানগুলোও শুকিয়ে গিয়েছিল খাদ্যাভাবে।

আমাদের ভারবাহী পশু দু'টি ছিল বয়স্ক ও ভীষণ দুর্বল। ওদের ওলান থেকেও এক ফোঁটা দুধ বের যেতো না। এদেরই একটিতে আমি ও আমার শিশু সন্তান সওয়ার হলাম। অপরটিতে চড়লেন আমার স্বামী। সেটি ছিল অধিক বয়স্ক ও শীর্ণকায়।

আল্লাহর শপথ! আমাদের দুধের শিশুটি তখন ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করছিল। তার কান্নায় আমরা রাতে এক মুহূর্তও ঘুমাতে পারিনি। আমার স্তনেও দুধ ছিল না। উষ্ট্রীর ওলানেও কিছু ছিল না, যা তাকে খাওয়াতে পারি। সাওয়ারির দুর্বলতার কারণে ক্রমশ আমরা কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ছিলাম। ফলে পথ চলতে বিঘ্ন ঘটায় আমাদের সফরসঙ্গীরাও বিরক্তি বোধ করছিলেন।

অবশেষে আমরা মক্কা নগরীতে এসে পৌঁছালাম এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর তালাশে নেমে পড়লাম। এমন সময় আমি ধারণাতীত এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। আমাদের কাফেলার প্রায় সব মহিলার নিকট ছোট্ট শিশু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হলো, কিন্তু পিতৃহীন অনাথ ওই শিশুকে আমাদের কেউই গ্রহণ করতে চাইছিলাম না। বরং বলাবলি করছিলাম, পিতৃহীন এই শিশুর মা আমাদের কী এমন উপকার করতে পারবেন? অথবা তার পিতামহ-ই বা আমাদের কী দিতে পারবেন!

***

দুদিন যেতে না যেতেই আমাদের সফরসঙ্গী প্রত্যেক মহিলা একেকজন দুগ্ধপোষ্য শিশু পেয়ে গেল কেবল আমি ছাড়া। এদিকে, আমাদের ফিরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলে স্বামীকে বললাম, 'দুগ্ধপায়ী শিশুবিহীন খালি হাতে ঘরে ফিরে যাওয়াটা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। আমার সঙ্গিণীদের এমন কেউ নেই, যার কাছে কোনো শিশু নেই। আমি সেই পিতৃহীন শিশুটিকে নিয়ে যেতে চাই।'

তিনি সম্মত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি তাকে নিয়ে এস। হয়তো বা আল্লাহ তার মাঝে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

এ কথা শুনে আমি তার মাতৃগৃহে প্রবেশ করে শিশুটিকে নিয়ে এলাম।

আল্লাহর শপথ! অন্য কোনো শিশু আমার ভাগ্যে না জোটার একমাত্র কারণ ছিল এই এতিম শিশুটি।

***

তাঁবুতে ফিরে শিশুটিকে কোলে রেখে আমার স্তন তার মুখে পুরে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক স্তন দুধে পূর্ণ হয়ে উঠল। শিশু মুহাম্মাদ তা পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর তার দুধভাইও তৃপ্তিভরে পান করে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তাদের সঙ্গে আমি

# ফাতিমাতুয যাহ্‌রা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি ফুল

*"মাহদী আমার পরিবারের, ফাতেমার বংশ থেকে আবির্ভূত হবে।"*

*–মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*

ফাতিমাতুয যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনকাহিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের একটি প্রদীপ্ত অধ্যায়। নবুওয়াতী গৃহে জীবনযাত্রার এক অনুপম খণ্ডচিত্র। মর্যাদাবান সাহাবীগণের জীবনচরিতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

***

নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে কাবাঘর পুনর্নির্মাণের সময় ফাতিমাতুয যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মহিয়সী নারী, যার মাঝে সন্নিবেশ ঘটেছিল বিচক্ষণ বোধশক্তি, উচ্চবংশীয় মর্যাদা, উত্তম চরিত্রাবলি ও অগাধ ধন-সম্পদের মালিকানা। যে কারণে জাহেলী যুগেই তাঁকে বলা হতো 'তাহেরা' তথা পবিত্র মহিলা এবং তাঁর বিশেষণ ছিল কুরাইশ নারীদের নেত্রী'।

লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেছিল, তখন ওই মহিয়সী নারী তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। যখন সবাই তাঁকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল, তখন তিনি তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছিলেন। লোকেরা যখন তাঁকে বঞ্চিত করেছিল, তিনি তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই সম্ভ্রান্ত নারীকে দান করেছিলেন মহৎ গুণাবলি, বংশীয় মর্যাদা ও অঢেল সম্পত্তি। তিনিই হচ্ছেন ফাতিমাতুয যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাতা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। অপরদিকে, তাঁর পিতা ছিলেন রাসূলগণের সর্দার, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও মুত্তাকীদের

ইমাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কতই না উত্তম এই বংশধারা! কী মর্যাদাপূর্ণ এই পিতৃপরিচয়!

***

ফাতিমাতুয যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর পিতামাতার সর্বশেষ সন্তান। স্নেহ-মায়া-মমতার ছোঁয়ায় বেড়ে ওঠা ফাতিমা সহানুভূতি, প্রীতি ও ভালোবাসার নির্মল আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। এ কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'রায়হানা' তথা আদরের সুগন্ধি ফুল। তাকে প্রসন্ন দেখলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হতেন। তার মুখ ভারী হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ব্যথিত হতেন। তবে পিতামাতার অশেষ স্নেহ-মমতা তার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ ও কর্তব্য পালনে নিজেকে গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

বর্ণিত আছে, গৃহের সাংসারিক কার্যাবলি অধিকাংশ সময়ে তিনি একাই সম্পাদন করতেন। তাকে সহযোগিতা করার মতো কেউ ছিল না। 'উহুদ' যুদ্ধে পিতার ক্ষতস্থান তিনিই ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন।

ফাতিমাতুয যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তার প্রতি অনেকেরই আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তার কাছে যারা বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। সকলের ন্যায় তাদের দু'জনের প্রস্তাবকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনম্রভাবে ফিরিয়ে দেন। তিনি মনে মনে চাইলেন, তাঁর জন্য নির্ধারিত হোক আলী ইবনে আবী তালিব।

***

অবশেষে হিজরি অষ্টম বর্ষে আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমাতুয যাহ্‌রাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টচিত্তে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সংবাদ শোনামাত্রই তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

সিজদা থেকে মাথা তুলে দেখতে পান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামনে দাঁড়ানো। তিনি আলীর জন্য দু'আ করে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের দু'জনের জীবনকে বরকত ও রহমত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন, তোমাদের ভাগ্যকে সৌভাগ্যময় করুন। তোমাদেরকে অনেক উত্তম সন্তান দান করুন।'

আলী ইবনে আবী তালিবের বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবূ বকর, উমর, উসমান, তালহা ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমসহ মুহাজির এবং সমসংখ্যক